দৈনিক সংবাদ
তারিখ 01 APR 1989
পৃষ্ঠা 1, 3 কলাম

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

14

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপিত

শিক্ষা ক্ষেত্রে রুগ্নতা সামাজিক ব্যাধি হিসেবে রূপ নিয়েছে

—অধ্যাপক নূরুল ইসলাম

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

উৎসবমুখর পরিবেশে গতকাল শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস ১৯৮৯ উদযাপিত হয়েছে।

এবারের বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের প্রধান অতিথি জাতীয় অধ্যাপক ডা: নূরুল ইসলাম বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে রুগ্নতা সামাজিক ব্যাধি হিসেবে এখন ব্যাপক রূপ নিয়েছে। মানের দিক দিয়ে নিম্নগতি এবং ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ সকল পর্যায়ে বিকট আকার ধারণ করেছে।

অন্যদিকে উপাচার্যের অভিভাষণে অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় সন্ত্রাস আমদানীর যে কোন চেষ্টা সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করা হবে।

দিবসের অনুষ্ঠানমালার শুরুতে সকালে কুচকাওয়াজ ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সময় জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের কর্মীরা উপাচার্যের পদত্যাগের দাবীতে তাকে কালো পতাকা দেখায় এবং বিভিন্নমুখী শ্লোগান দেয়। উপাচার্যের ভাষণের সময় মঞ্চের আশপাশে চরম বিশৃংখলা দেখা দেয়।

কলা ভবনের পাশের মাঠে মনোরমভাবে সাজানো প্যাণ্ডেলে

(শেষ পৃ: ৫-এর ক: দ্র:)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস ও ক্লাস আজ বন্ধ

গতকাল শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস '৮৯ উদযাপন উপলক্ষে আজ শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস ও ক্লাসসমূহ বন্ধ থাকবে। তবে আজকের পরীক্ষাসমূহ যথারীতি পূর্বঘোষিত সময়সূচী অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

দৈনিক সংবাদ
তারিখ 01 APR 1989
পৃষ্ঠা কলাম

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস

(১ম পাতার পর)

কয়েক হাজার প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী সভায় প্রধান অতিথি ও উপাচার্য ছাড়াও ডাকসু'র ভিপি সুলতান মোহাম্মদ মনসুর ও জিএস মুশতাক হোসেন শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন আহমদ।

প্রধান অতিথি ডা: ইসলাম বলেন, একজন নাগরিককে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের। এর কার্যক্রম শুধু ক্যাম্পাসে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রতিটি স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে মেনে নিতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে দোষারোপ করলে চলবে না। পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে যা কিছু প্রয়োজন তা দিতে হবে।

তিনি বলেন, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন পেশায় জনশক্তি তৈরী না হলে বেকারত্বের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলো বহুগুণে বেড়ে যাবে। তিনি বলেন, সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে ছাত্রদের আলাদা করে দেখলে চলবে না। তাই গঠনমূলক—রাজনীতিতে তাদের অংশ নিতে বাধা কোথায় তা বোধগম্য নয়।

প্রধান অতিথি আরো বলেন, বার বার 'কমিশন' গঠন করে আমরা 'কমিটমেন্ট' করি না বরং 'ওমিশনের' পথ ধরি। অতীতকে বিসর্জন দেয়ার প্রবণতা বেড়েই চলেছে। সময়ের ব্যবধানে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকে পরিবর্তিত রূপ দিতে দেখে দুঃখ হয়। জাতির ইতিহাস এখন সংকটের সম্মুখীন। তিনি বলেন, আমাদের বেঁচে থাকার মত বাঁচতে হবে, পরনির্ভরশীল পরজীবী হয়ে নয়। ১১ কোটি সন্তানকে শুধু বাঙালী করে নয়, মানুষ করে তুলতে হবে আর যা করার তা করতে হবে এখনই।

উপাচার্য তার ভাষণে মূলত: বিশ্ববিদ্যালয়ে গত এক বছরের কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দেন। তিনি সাম্প্রতিক ভয়াবহ নকল প্রবণতা সম্পর্কেও বক্তব্য রাখেন এবং একে 'নকল ভাইরাস' হিসেবে অভিহিত করে বলেন, এর কারণে মানুষ ও জাতি হিসেবে আমরা দেউলিয়া হতে চলেছি। তিনি সকল পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল প্রতিরোধ কমিটি গঠনের জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান। নকল বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিনি ক্লাস নেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য শিক্ষকদের প্রতিও আবেদন জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাবলী প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিগত দিনে যেসব অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে তার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ইতিমধ্যেই সুপারিশ করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার জন্য ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ডাকসু নির্বাচনোত্তর 'ন্যাক্কারজনক' ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে তিনি ...

হুড়োহুড়ি শুরু করে এবং নানা ভাষায় শ্লোগান দিতে থাকে। এই পর্যায়ে চরম বিশৃংখলা দেখা দিলে মঞ্চ থেকে ডাকসু'র ভিপি ও জিএস নেমে গিয়ে তাদের শান্ত করার চেষ্টা চালান; কিন্তু তাদেরকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়। এক পর্যায়ে মঞ্চ লক্ষ্য করে কয়েকটি পচা ডিম ছুড়ে মারা হলেও তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বেশ কয়েকজন শিক্ষক এবং স্বেচ্ছাসেবকও ছাত্রদল কর্মীদের মঞ্চের সামনে আসা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু উপাচার্যের ভাষণের শেষ পর্যায়ে কিছু সংখ্যক কর্মী মঞ্চের কাছাকাছি পৌছে শ্লোগান দেয় এবং কালো কাপড়ের কয়েকটি টুকরো উপাচার্যকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারে। এই পর্যায়ে অন্য ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের স্মরণিকার সাদা পৃষ্ঠাগুলো প্রদর্শন করে। উপাচার্য এ সময় কালো পতাকাধারীদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন, এরা কি করছে এবং অন্যেরা কি করছে তা সবাই দেখুক। শ্লোগানদাতাদের চেহারা রেকর্ড করে রাখার জন্য ভিডিও ক্যামেরাম্যানদের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, পরে ওদের পরিচয়পত্র চেক করা হবে। এই বিশৃংখলার মধ্যে মঞ্চের পাশে উপাচার্যের ভাষণের কয়েকটি কপি পোড়ান হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন।

ক্যাম্পাসে শেখ হাসিনা

বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা গতকাল দুপুরে ও বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। তিনি রোকেয়া ও শামসুন্নাহার হল, বাংলা ও সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ডাকসু অফিস, মধুর কেন্টিন, কয়েকটি প্রদর্শনী, বিকেলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যান এবং শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথাবার্তা বলেন। শেখ হাসিনা ছাড়া রাজনীতিবিদদের মধ্যে তোফায়েল আহমেদ ও আ ফ ম মাহবুবুল হককে ক্যাম্পাসে দেখা যায়। তারা সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী।

গতকাল প্রায় সারাদিনই ক্যাম্পাস প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের পদচারণায় মুখর ছিল। দিনটি পালন উপলক্ষে বেশ কয়েকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির উদ্যোগে টিএসসিতে বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক রিপোর্ট ও ছবি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।